চিকিৎসার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শন

ডঃ নির্মলেন্দু সরকার

আধুনিক চিকিৎসা ও তার পরিষেবা আজকের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে একে আলাদাভাবে বোঝা বা প্রয়োগ করার চেষ্টা, সর্বতোভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। চিকিৎসা - বিজ্ঞান ও চিকিৎসা- পরিষেবা যতই সর্বোত্তম করার চেষ্টা হোক না কেন, প্রকৃত স্বাস্থ্য ও সুস্থজীবনের অনেক চাবিকাঠিই রয়েছে ডাক্তারীবিদ্যায় ও তার চৌহদ্দির বাইরে। পরিসংখ্যান আমাদের জানাচ্ছে রোগ ও তজ্জনিত যত অকালমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, তার মাত্র দশ শতাংশের জন্য অপ্রতুল চিকিৎসা - ব্যবস্থা দায়ী। বাকিরা কারা ? একটু অবিশ্বাস্য ঠেকবে--চল্লিশ শতাংশ অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন যার মধ্যে আছে প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাস ও শারীর-সক্রিয়তা, ধুমপান, মদ্যপান বা অনুরূপ কোন ড্রাগের - নেশার এবং তার যৌন - অভ্যাস ও যৌনজীবন। জিন - ঘটিত বা বংশগতির জন্য আরও ত্রিশ শতাংশ অকালমৃত্যু ঘটে। সামাজিক কারণ ও পরিবেশ - গত কারণ বাকী পনের শতাংশ ও পাঁচ- শতাংশ অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী।

কোন মানুষের আর্থ - সামাজিক অবস্থা নির্ধারিত হয়, তার ব্যক্তিগত আয়, তার শিক্ষা এবং তার পেশা দিয়ে। এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিরাট প্রভাব পড়ে তার দৈনন্দিন ব্যবহার - জীবনে এবং তাইই দীর্ঘস্থায়ীভাবে প্রভাব ফেলতে থাকে তার শরীর ও স্বাস্থ্যে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে নিম্নআয় বৃত্তের মানুষদের মধ্যে ধূমপানের হার উচচবিত্তদের তুলনায় অনেক বেশি এবং উচচবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে স্বাস্থ্য - সূচকের এই পার্থক্য সবসময় বজায় থাকে -- এমনকি তথাকথিত দারিদ্র-রেখার উপরে বসবাসকারীদের মধ্যেও এই ভেদ সুস্পষ্ট। ব্রিটেনেও চিত্রটা প্রায় একই রকম। ব্রিটেনের পরিবহন কর্মীদের মধ্যে যারা নিম্নবর্গের তাদের মধ্যে মৃত্যু-হার উচচবর্গের চাইতেঅন্ততঃ তিনগুণ বেশি। আরও এক আশংকাজনক তথ্য আমরা পাচ্ছি এই বিষয়ে। দেখা যাচ্ছে গত ৫০ বছরে ব্রিটেনে উচচবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে যে মৃত্যু - হারের অনুপাত তা বেড়ে ১.২ থেকে ২.৫ হয়েছে। এই প্রবণতার মধ্যে একটা কারণ হয়ত চিকিৎসা - পরিষেবা সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে সমগামী হতে পারেনি। পরিসংখ্যানগতভাবে ই পার্থক্যটুকু বিমোচন করার পরেও দেখা যাচ্ছে পার্থক্য বেশ থেকে যাচ্ছে নিম্নবিত্ত ও উচচবিত্তের মধ্যে এবং এই ঘটনা ঘটে চলেছে নিঃশব্দে ব্রিটেনের মত দেশে যেখানে জাতীয় - স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জালে দেশের সমস্ত নাগরিক ভীষণভাবে সুরক্ষিত। আমাদের দেশে চিত্রটা য়ে ভয়াবহ হবে তা কল্পনা করে নিতে কোনে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এখন কথা হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্য ঘটে কেন ?এক ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে এর কারণ বিষম-স্থিতির প্রভাব বা বোঝা যার মধ্যে মানুষ সবসময় বাস করছে। একেই ইংরাজীতে বলা হয়েছে (Allostatic load) এ্যালোস্ট্যাটিক বোঝা। প্রতিমুহূর্তেই মানুষের মধ্যে এই বোঝা বা চাপের বিদ্ধে অভিযোজন প্রক্রিয়া চলছে--এই অভিযোজন চলছে জৈবরাসায়নিক বা স্নায়ুতন্ত্রীয় ক্ষেত্রে। এই শারীর-বৃত্তীয় অভিযোজন (adaptation) স্বল্পমেয়াদীয় দৃষ্টিতে কাম্য হলেও, দীর্ঘমেয়াদীয় দৃষ্টিতে এ প্রতিনিয়ত মানুষের রোগ-প্রতিরোধ ও বিপাকীয় ক্ষমতাকেক্লিষ্ট করছে। এরই ফলস্বরূপ অ

াশংকা--বাড়ছে ব্যাধি ও মৃত্যুর সম্ভাব্যতা। যারা সমাজে উচচস্তরে আছেন, তারা ঘরে ও বাইরে তাদের জীবনকে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে যাপন করতে পারেন। আর তার ফলে তারা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের চাইতে বেশি চ াপমুক্ত থাকতে পারেন।

সামাজিক উপাদান আরও একভাবে মানুষের স্বাস্থ্য নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করছে। দেখা গেছে যারা সমাজে একাকী থ াকেন বা সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করেন তাদের মধ্যে অকালমৃত্যুর হার বেশি। যে সব গী হৃদরোগ ও বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত বা ঐ ধরণের সমতুল সঙ্কটজনক ব্যাধির শিকার হচ্ছেন, তাদের মধ্যে যাদের পারিবারিক ও সামাজিক সুরক্ষা-বন্ধন বেশি, তাদের বাঁচার সম্ভাবনা একটু বেশি। যাদের এটা নেই তাদের রোগমুক্তির সম্ভাব্যতা একটু কম। এই পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় বলা যায় যে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ন ানা সুস্পম্পর্ক ও বন্ধনগুলো বিভিন্ন ধরণের চাপকে মন ও শরীরের উপর তাদের বিষময় প্রভাব ফেলতে বাধা দেয়। আম াদের মধ্যে অনেক সুস্থ ব্যবহার ও সুস্থ জীবন যাপনে অনুপ্রেরণা ও উত্তেজনা যোগায়। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সামাজিক স্তর ও শ্রে ণীর এই সমান্তরাল সম্পর্ক কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রক্ষাকবচের ক্ষেত্রেপরিলক্ষিত হয়নি। একটু আশ্চর্য লাগবে জেনে যে মধ্যমমান যুক্ত সামাজিক রক্ষা কবচ এবং উচচমান যুক্ত সামাজিকরক্ষা কবচ ব্যক্তি-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য গড়তে পারে না। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনগুলোর মূল্য শাশ্বত ও চিরকালীন। দুঃখের বিষয় এদের এখন পায়ে ঠেলতে কত কথা, যুক্তিতর্কের অবতারণা চারিদিকে।

যাইহোক আমরা এবার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের আর্থ-সামাজিক পটভূমি ছেড়ে শুধু অর্থনৈতিক দিকটায় তাকাই। চিকিৎসা - ব্যয় ও খরচ এখন প্রতিনিয়ত সংঘাত পূর্ণ-খাতে ক্রমবর্দ্ধমান বেগে ছুটতে শু করেছে। চিকিৎসা - বিজ্ঞান প্রতি মুহূর্তে তার ভিত্তিভূমি প্রসারিত করে চলেছে। প্রতি দিনই প্রায় নূতন নূতন ওষুধ ও নব নব কারিগরী- কৌশল সংযোজিত হতে চলেছে। প্রতিনিয়ত মানুষকে দীর্ঘ ও উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আধুনিক সভ্যতা-গর্বী মানুষ প্রতিদিন সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিনমাধ্যম ও তার বিশ্বব্যাপী চক্রজালের, কল্যাণে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার 'লেটেস্ট ও বেস্ট'(Latest and best) সংস্করণটি জানতে পারছে এবং তাকে ক্রয় করতে আগ্রহী হচ্ছে। চিকিৎসা - ব্যয় ক্রমঊর্ধ্বমুখী কিন্তু এই ব্যয় নির্বাহ করবে কে? রাষ্ট্র ? স্বাস্থ্য - বীমা সংস্থা ? নিয়োগকারী সংস্থা বা কোন ব্যক্তি উদ্যোগ ?

পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে চিকিৎসা-ব্যয় এখন এক কঠিন শিরঃপীড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যার ভয়াবহতা ও গভীরতা বোঝার জন্য আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ আমেরিকার দিকে তাকাব। ২০০২ সালে আমেরিকায় স্বাস্থ্য - পরিষেব ায় ব্যয় হয়েছিল ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার যা আমাদের ভারতীয় সংখ্যায় বললে দাঁড়াবে ১.৫ লক্ষ কোটি ডলার। এটি অ ামেরিকার মোট জাতীয় উৎপাদনের ১৩.৯ শতাংশ। পৃথিবীর আর মাত্র দুটি দেশে এই ব্যয় দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছেছে-যারা হচ্ছে জার্মাণী ও সুইট্জারল্যান্ড। নববইয়ের দশকে আমেরিকা তার স্বাস্থ্য-বাজেটের রাশ কিছুটা টান্তে সফল হয়েছিল তথাকথিত প্রনিয়ন্ত্রিত পরিষেবা (Managed care) কৌশলের মাধ্যমে। এই কৌশলের মধ্যে ছিল বীমা-সংস্থাগুলির মূল্য পরিশোধন পদ্ধতিকে প্রলম্বিত করা, চিকিৎসা-সুযোগগুলি নিয়ন্ত্রিত করা এবং হাসপাতাল - শয্যা সংকুচিত করা। এই চালাকিগুলো বেশিদিন ঢাকা থাকেনি এবং জন-অসন্তোষের জন্য বাধ্য হয়ে কৌশলগুলোকে শিথিল করতে হয়। নীট ফল দাঁড়াল বীমা সংস্থাগুলোর বাৎসরিক প্রীমিয়ামের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।

এখন আমরা দেখব কেন আমেরিকায় চিকিৎসা-ব্যয় আকাশচুম্বী এবং অন্য সকল দেশের চাইতে বেশি! ভারতের মত গরীব দেশে ঠেকে শেখার বিলাসিতা কাম্য নয়, দেখে শেখাই কাঙ্ক্ষিত হওয়া উচিত। যে কোন ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে থাকে চা হিদা ও সরবাহের সরল সমীকরণ আর আমেরিকার চিকিৎসা - ব্যায়ের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। চিকিৎসা - সরবরাহ ক্ষেত্রে আমেরিকা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের চাইতে অনেক অনেক এগিয়ে। মে-আর-আই (M.I.R) সিটি স্ক্যান -এর (C.T.Scan) মত অতি মহার্ঘ পরীক্ষাগুলি পার্শ্ববর্তী কানাড়া- দেশের চাইতে প্রতিজন - হিসাবে অন্ততঃ পাঁচগুণ

বেশি করা হয়। করোনারী অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, করোনারী বাইপাস সার্জারির মত ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা-পদ্ধতিও কয়েকগুণ বেশি হয়। সরবরাহ - ক্ষেত্রে আর এক উল্লেখনীয় অনুঘটক- এখানকার বীমা কোম্পানিগুলির পরিষেবা - ভিত্তিক - মূল্যপ্রদান (Fee-for-service payment) পদ্ধতি। চিকিৎসক যত বেশি পরিষেবা দেবেন বিশেষ করে তা যদি ব্যয়বহুল ইন্ট ারভেনশান-পদ্ধতিতে (interventional) হয়, তবে তার তত বেশি বীমা কোম্পানি দ্বারা পুরস্কৃত হবার সুযোগ। স্বাভা বিকভাবেই ব্যয়বহুল, অনেকাংশে অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির ব্যবহার বাড়তে থাকে । সাধারণ গী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরিষেবার পেছনে ছুটতে থাকে। নতুন নতুন দামী ওষুধের বাজার প্রচলন ঘটতে থাকে-এদের বাণিজ্যিক বিপণনে প্রতিযোগিতা শু হয়ে যায়। ফলস্বরূপ বাড়তে থাকে চিকিৎসা - দুর্নীতি এব তৎসংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা ও অভিযোগ।

ভারতের মত গরীর দেশে ঠেকে শেখার বিলাসিতা কাম্য নয়, দেখে শেখাই কাঙিক্ষত হওয়া উচিত। যে কোন ব্যয়বৃদ্ধির মধ্যে থাকে চাহিদা ও সরবরহের সরল সমীকরণ আর আমেরিকা চিকিৎসা-ব্যয়ের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বেশিক্রিয়াশীল। চিকিৎসা - সরবরাহ ক্ষেত্রে আমেরিকা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের চাইতে অনেক অনেক এগিয়ে।

সরবরাহ - ক্ষেত্রের এই দৃশ্য চাহিদার ক্ষেত্রেও সমানভাবে সক্রিয়। সারা পৃথিবীতে আমেরিকাই চিকিৎসা - বিজ্ঞানের সবরকম আশর্চ্য্য-আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক। সেগুলো ফলাও করে সারা বিশ্ব গণমাধ্যমগুলো প্রচার করে সম্পূর্ণ একপেশেভ াবে। কোন নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির বা নতুন ওষুধের ভাল দিকগুলো বড় বড় করে দেখানো হয় কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের ব্যর্থতা বা অনুপযোগিতার খবর সম্পূর্ণভাবে চেপে যাওয়া হয়। এই সমস্ত কিছুর পেছনে কাজ করে বিরাটসংখ্যক অ ামেরিকান গীর খিদে বাড়িয়ে দেওয়া এবং এমন একটা ধারণা তৈরী করে দেওয়া যে চিকিৎসক হিসাবে যিনি যত বেশি এইসব তথ্যসমৃদ্ধ হবেন তিনি তত বেশি বড় ডাক্তার। সর্বোত্তম চিকিৎসার খোঁজে সারা আমেরিকা উদগ্রীব । আর তার একমাত্র মাপকাঠি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং সর্বশেষ-তথ্যসমৃদ্ধ চিকিৎসক। ব্যয়ভার বাড়তে ব াড়তে আমেরিকার মতন ধনী দেশেরও আজ পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে। এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করার জন্য আমেরিক ার বীমা সংস্থাগুলি প্রধান ভূমিকা পালন করছে। আমেরিকান সরকার অনুমোদিত এই সংস্থাগুলোর মধ্যে বৃদ্ধদের জন্য রয়েছে মেডিকেয়ার আর তথাকথিত গরীবদের জন্য মেডিকেইড উল্লেখযোগ্য। শ্রমিকশ্রেণীর জন্য আছে নিয়োগকারী সংস্থ ার স্বাস্থ্য-বীমা প্রকল্প। কিছু কিছু বেসরকারী বীমা সংস্থাও আছে। এইসব সংস্থার বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি কিছুটা অপ্রয়ে াজনীয় বলে আমরা সেইদিকে যেতে চাইনা। যেটা এখানে উল্লেখ করা অবশ্যই দরকারী যে আমেরিকার সমগ্র জনগণের এক বিরাট অংশ কিন্তু স্বাস্থ্য-বীমা প্রকল্পের বাইরে আছে। এবং আমেরিকার মতা ধনী দেশে এও এক রহস্য। এই বীমাহীন বিপুল জনগণ বিভিন্ন দাতব্য-সেবা সাধারণ আরোগ্যকেন্দ্র ও সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা পেয়ে থাকে। সহজেই অনুমেয় যে এক বিরাট অংশ সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা অনেক সময়ই পান না।

যাইহোক, আমেরিকার মত ধনীদেশে চিকিৎসা এখন এক ক্রয়যোগ্য পণ্য। আর তার ঢেউ সারা পৃথিবীর কূলে কূলেঅ াছড়ে পড়ছে। ভারতের মত গরীবদেশেও সেই ঢেউয়ের ধাক্কা এসে লাগছে। বীমা - সংস্থাগুলো এখানেও তাদের জাল বিছাতে শু করে দিয়েছে। শহুরে ধনী আর মধ্যবিত্তরা এই জালে কিছু কিছু ধরাও পড়ছেন। আমেরিকার মতন এখানেও চে াখ ধাঁধানো বেসরকারী হাসপাতাল, নার্সিংহোম ও ক্লিনিক গড়ে উঠছে। ডাক্তারবাবুরা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আর 'বিদেশী ডিগ্রী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ' নিয়ে সর্বোত্তম চিকিৎসা-পণ্যের পসরা সাজিয়ে সেখানে বসে আছেন। যে দেশে একজন সাধারণ নাগরিকের গড় মাসিক আয় পনেরশ টাকাও নয়, সেখানে কোন শহরের নার্সিংহোমে ৭ দিনের চিকিৎসা - খরচ অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা। যারা মেডিক্লেম- সুরক্ষিত তাদের নার্সিংহোমগুলো পেলে আাদিত হন। ভারতের কোটি কে াটি জনগণ কি সেইদিকেই সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন ?

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com